সরকারি ব্লাড ব্যাংক পরিষেবার ক্ষেত্রে রক্ত ও রক্তের উপাদান ব্লাড ব্যাংক থেকে সরবরাহের নিয়মাবলী

১। রক্ত ও উপাদানের ক্ষেত্রে চাহিদাপত্রে / রিক্যুইজিসনে রোগীর অসুখ, কারণ, চিকিৎসকের স্বাক্ষর, সিল, রেজিস্ট্রেশন ও ক্রমিক নম্বর অবশ্যই দেখে নিতে হবে।

২। ব্লাড ব্যাংক থেকে রোগীর জন্য সংগৃহীত রক্ত বা উপাদানের ক্ষেত্রে পরীক্ষিত তথ্য ক্রসম্যাচ শ্লিপ অবশ্যই গ্রহণ করা জরুরি যা রোগীর রক্ত বা উপাদান সঞ্চালনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

৩। রক্ত বা উপাদানের জন্য আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর নির্দিষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য কিছুটা সময় অবশ্যই আপনাকে দিতে হবে, অন্যথায় রক্ত পরীক্ষাকার্য ব্যাহত হবে।

অপ্রয়োজনীয় রক্ত গ্রহণে মানব দেহের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এড্‌স প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এবং রাজ্য রক্ত সঞ্চালন পর্ষদ কর্তৃক প্রচারিত

- ১৮ বছর বয়স থেকে ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত রক্তদান করা যায়।
- দেহের ওজন নূন্যতম ৪৫ কেজি হওয়া চাই।
- রক্তে হিমোগ্লোবিনের শতকরা মাত্রা ১২.৫% হলে রক্তদান করা যায়।
- রক্তদানের পরে, রক্তের ঘাটতি, প্রাকৃতিক নিয়মেই শরীর পূরণ করে নেয়।
- প্রতি তিন মাসে একবার এবং সেই হিসাবে বছরে চারবার রক্তদান করা যায়।

আপনার অবদান আপনার স্বেচ্ছা-রক্তদান

- স্বেচ্ছা-রক্তদান একটি সামাজিক কর্তব্য।
- স্বেচ্ছা-রক্তদান পরিচিত মহলে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।
- স্বেচ্ছা-রক্তদানে রক্তের গ্রুপ ও আর এইচ ফ্যাক্টর জানার সুযোগ থাকে।
- রক্তদানে রক্তবাহিত রোগের প্রতিরোধ হতে পারে।
- রক্তদানের ফলে একজন স্বেচ্ছা (ভলান্টারি) রক্তদাতা একটি বিশেষ কার্ডের অধিকারী হন এবং যার বিনিময়ে প্রয়োজনে এক ইউনিট রক্ত নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিনামূল্যে পাওয়া যায়।
- স্বেচ্ছা-রক্তদান পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক সামাজিক সচেতনতা, কুসংস্কার ও অহেতুক ভয় দূর করতে সাহায্য করে।
- স্বেচ্ছা-রক্তদানের মাধ্যমে সামাজিক দায়বদ্ধতা সুদৃঢ় হয়।
- মুমূর্ষু মানুষকে রক্তদান করে মানসিক তৃপ্তি পাওয়া যায়।
- দুষিত রক্তের অভিশাপ থেকে মুমূর্ষু রোগীকে রক্ষা করার জন্যে রক্তদান আন্দোলনের মাধ্যমে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ রক্তের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মানুষ সচেতন হয়।

বর্তমানে এটি স্বীকৃত যে মুমূর্ষু রোগীর জন্য ''স্বেচ্ছা রক্তদান'' একটি সামাজিক কর্তব্য। রক্ত সংগ্রহের পর সুষ্ঠুভাবে রক্ত পরীক্ষা করে রোগীর শরীরে সঞ্চালনের ক্ষেত্রে ''স্বেচ্ছা-রক্তদানের'' একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং আর্ত রোগীর প্রাণ বাঁচাতে মানবদেহের রক্ত সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। আজও যার কোন বিকল্প নেই।

প্রতি তিন মাস অন্তর যে কোনও মানুষই রক্ত দান করতে পারেন। সেভাবেই আশা করা যায় যে আপনিও স্বেচ্ছায় রক্ত দান করবেন প্রতি তিন মাস অন্তর।

মানুষের কল্যাণে রক্তদান জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান, যা কোন এক পরিবারের চোখের জল, অসহায়তা ও বিয়োগব্যথা মুছিয়ে দিতে পারে। মানবকল্যাণে আপনার এই উদ্যোগ পীড়িত ও মুমূর্ষু মানুষের সেবায় সদাসর্বদাই সার্থক হয়ে উঠবে এই আশা রেখে রক্তদান কর্মসূচীতে আপনার সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রার্থনা করি।

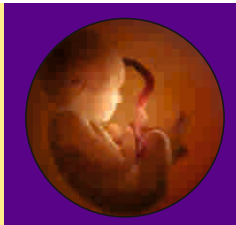

সদ্যোজাত সন্তান ও সন্তানসম্ভবা মায়েদের জন্য

অগ্নিদগ্ধ রোগীর জন্য

বড় ধরণের অস্ত্রোপচারের রোগীর জন্য

রক্তের প্রয়োজনীয়তা আছে এমন অসুস্থ রোগীর জন্য

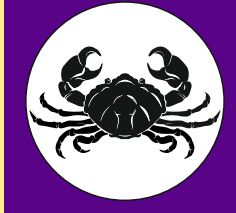

ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসার জন্য

দুর্ঘটনায় আহত মানুষের জন্য